সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত॥
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো নিগ্রহকর্ষিতাঃ॥ ১১।২৯।১।২

"হে অচ্যুত! অসংযতচিত্ত সাধকের পক্ষে এই যোগমার্গের অনুষ্ঠান সুদুশ্চর বলিয়া মনে করি। তাই অপ্রয়াসে যাহাতে সাধক সিদ্ধিলাভ করে, সেই উপায় সহজবোধ্যরূপে আমাকে বলুন।" সেই যোগানুষ্ঠান যে সুদুশ্চর, তাহাই দেখাইয়া বলিতেছেন—"হে কমললোচন! প্রায়শঃ যোগীগণ মন নিগ্রহ করিতে প্রচুরতর ক্লেশই লাভ করিয়া থাকে, যেহেতু মন নিগ্রহ হয় না। কোনপ্রকারে মন নিগ্রহ হইলে প্রচুরতর শ্রান্ত হইয়া পড়ে।" শ্রীউদ্ধবের এই নিজবাক্যে সেই যোগশ্চর্য্যার দুষ্করত্ব এবং প্রায়শঃ ফলে পর্য্যবসান হয় না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ যে ভক্তির কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভক্তির সুকরত্ব এবং অবশ্যই ফলপ্রাপ্তিত্বরূপে অভিপ্রেত বলিয়া শ্রীহরিভক্তিই করা কর্ত্তব্য—শ্রীমান উদ্ধব এইপ্রকার নিজের অভিপ্রায়ও দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত হেতু জ্ঞান-যোগচর্য্যার প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা ভক্তিই অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা কিন্তু জ্ঞান-যোগাদি ফলের প্রতি আদর না রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ তোমারই চরণে ভক্তি করিয়া থাকেন। পুনরায় চারিটি শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন—

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বরযোগকর্ম্মভি—
স্তন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ॥ ১১।২৯।৩॥

"হে অরবিন্দলোচন! যেহেতু জ্ঞানযোগচর্য্যা অনুষ্ঠানে কেহ কেহ বিষাদ প্রাপ্ত হয়; অতএব যাঁহারা হংস অর্থাৎ সারাসারবিচারে চতুর, তাঁহারা কিন্তু সমস্ত আনন্দপরিপূরক তোমার পদাম্বুজ পরমসুখে নিশ্চিন্তভাবে সেবা করিয়া থাকেন।" এস্থলে মূলশ্লোকে কেবল পদাম্বুজ শব্দই উল্লেখ করা আছে; কিন্তু কাহার পদাম্বুজ—সেই সম্বন্ধিপদের উল্লেখ নাই। তাহার কারণ, শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল সাক্ষাৎ দেখিতেছেন বলিয়া সম্বন্ধিপদের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই সকল শুদ্ধভক্তগণ যোগ কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা এবং তোমার মায়ার দ্বারাও কখনও বিহত হয়েন না; অর্থাৎ ভক্তিঅনুষ্ঠানে কোন বাধায় বাধিত হয়েন না। যদ্যপি তাঁহারা সর্ব্বোত্তম স্বয়ং ভগবান তোমাতে সর্ব্বসাধন চূড়ামণি বিশুদ্ধভক্তি অনুষ্ঠান